দৈনিক খবর

117

তারিখ 03 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত

১৬ জেলায় ৬ সহস্রাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য

নওগাঁ, ২রা আগস্ট (বিশ্বজিৎ সরকার প্রেরিত)।- উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ সহস্রাধিক শিক্ষক পদ শূন্য থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সেই সাথে স্কুলে খাবার পানির সংকট, পয়ঃপ্রণালীর অব্যবস্থা এবং আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১২৩টি থানায় ৩৮ হাজার ৪৩৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি স্কুলে কমপক্ষে ৫ জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন। এ হিসেবে অত্রাঞ্চলের ৮ হাজার ৯৮০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন প্রায় ৪৪ হাজার ৯০০ জন। এতে এখনো ৬ হাজার ৪৩৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পদশূন্য রয়েছে।

১৬টি জেলার মধ্যে নওগাঁয় ৭৭২টি, নাটোরে ৩৯৪টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৩৫৯টি, রাজশাহীতে ৫৩৬টি, পাবনায় ৬৪৪টি, সিরাজগঞ্জে ৬৯০টি, জয়পুরহাটে ২৫৪টি, বগুড়ায় ৯৩৭টি, রংপুরে ২৯১টি, কুড়িগ্রামে ৫৪১টি, নীলফামারীতে ৪০৫টি, দিনাজপুরে ৮২৮টি, পঞ্চগড়ে ৩০০টি, ঠাকুরগাঁয়ে ৪০৭টি এবং লালমনিরহাটে ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি রয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, পয়ঃপ্রণালীর কোন ব্যবস্থা নেই। খাবার পানির জন্য যদিও কোন স্কুলে টিউবওয়েল রয়েছে কিন্তু তাও অকেজো। পায়খানা- প্রসাবখানার অভাবে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রচন্ড অসুবিধায় পড়তে হয়। শিক্ষক এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে খোলামেলা স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করতে পারলেও সর্বাধিক অসুবিধা হয় শিক্ষিকাদের বেলায়। যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

বেশ কিছু স্কুলে এখনো ঘর না থাকায় খোলা আকাশের নীচে মান্ধাতা আমলের মতো মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শিশুরা লেখাপড়া করে। অধিকাংশ স্কুলে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল নেই। এসব নানাবিধ সমস্যা যেন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। এর উপর আবার বেশ কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্যে ফাঁকি দেবার প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কতিপয় শিক্ষক এবং অধিকাংশ শিক্ষিকাগণ শহরের স্কুলেই চাকরি করতে পছন্দ করেন। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়ে থাকে। কোন কোন জেলায় এবং থানা পর্যায়ের শিক্ষকগণ সমিতির হর্তাকর্তা বলে পুত্রোদমে স্কুল ফাঁকি দিয়ে থাকেন। এতে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হবার আশংকা রয়েছে।